১৮-০৩-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানমার্গে তোমাদের বিচারবুদ্ধি স্বচ্ছ এবং অতি শুদ্ধ হতে হবে। প্রকৃত প্রাপ্তির সময়ে তোমরা যদি মিথ্যা বলো বা অনুচিত কিছু করো তবে তোমাদের অনেক কিছু হারাতে হবে অর্থাত্ তোমাদের অনেক লোকসান হবে"

প্রশ্নঃ - উচ্চপদ প্রাপ্তকারী সৌভাগ্যবান বাচ্চাদের লক্ষণ কি ?

উত্তরঃ - ১) যারা কখনও খারাপ কাজ করেনা। তারা নিজেদের হাড় পর্যন্ত সমর্পণ করে যজ্ঞ সেবায় নিজেদের উত্সর্গ করে। তাদের কোনও লোভ থাকেনা। ২) তারা যে কোনো অবস্থায় স্বচ্ছন্দ এবং তাদের ওষ্ঠাধারে থাকে সর্বদা জ্ঞানরত্নের বোল। তাদের স্বভাব অতি মিষ্টি-মধুর। ৩) তারা এই পুরানো দুনিয়াকে দেখেও দেখে না। তাদের মনে কখনও এই বিচার আসেনা যে, "আমার ভাগ্যে যা আছে দেখা যাবে"। বাবা বলেন, যে বাচ্চারা সেটা করে তারা কোনো কাজের নয়। তোমাদের অনেক পুরুষার্থ করতে হবে।

গীতঃ- আমাদের তীর্থ অনুপম . . .

ওম্ শান্তি। এই গান ভক্তিমার্গের। তোমরা জানো যে, তোমাদেরই মহিমা গাওয়া হয়। ভক্তিমার্গে ঈশ্বরের সামনে মহিমা গাওয়া হয় আর প্রার্থনা করা হয়। জ্ঞানমার্গে এই প্রার্থনা বা ভক্তি হয়না। জ্ঞান অধ্যয়ন করতে হয় অর্থাত্ মনোযোগ সহকারে পাঠের অভ্যাস করতে হয়, যেমন তোমরা স্কুলে অধ্যয়ন করো অর্থাত্ পড়াশোনা করো। এই পড়াশোনা-বিষয়ক ক্ষেত্রে তোমাদের একটা এইম-অবজেক্ট থাকে যে, পড়াশোনা করে আমরা অমুক পদ লাভ করবো অথবা এইরকম ব্যবসাদি করবো। অনেক বাচ্চারা শেখে কিভাবে ঠকিয়ে পয়সা উপার্জন করবে। অনেক মানুষ টাকার জন্য প্রতারণা করে; এগুলোকেও ভ্রষ্টাচার বলা হয়। তারা লুটমারও করে। এমনকি তারা গভার্নমেন্টকে ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করে, নিজেকে এবং তাদের স্ত্রী-সন্তানদের সুখী করতে, লেখাপড়া শেখাতে এবং শেষমেষ সন্তানদের বিয়ে-শাদী দিতে। এখানে, টাকা উপার্জনের কোনও প্রশ্ন নেই ! এই হলো পবিত্র পড়া। তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থাকলেও তোমাদের শুধু পড়তে হবে। কিছু কিছু বাচ্চা বাবাকে লেখে, আমাদের বেতন এত কম যে মাঝে-মাঝে আমাদের প্রতারণা করতে হয়। আমরা কি করতে পারি ? জ্ঞানের পথে এসে তোমাদের এইরকম বিচারবুদ্ধি হওয়া উচিত্ নয়। তা নাহলে, তোমাদের দুর্গতির মধ্যে পড়তে হবে। এখানে অত্যন্ত সততা এবং স্বচ্ছতা সহকারে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে; একমাত্র তখনই তোমরা পদপ্রাপ্ত হবে। স্টুডেন্টদের পড়া ছাড়া অন্য কোনো কথা বুদ্ধিতে রাখা উচিত্ নয়। নতুবা, ভবিষ্যতে তারা কিভাবে উঁচু পদ পাবে ? অনুচিত কোনো কাজ করলে তোমরা ফেল্ হয়ে যাবে। যথার্থ প্রাপ্তির সময়ে তোমরা যদি মিথ্যা বলো বা অনুচিত কাজকর্ম করো তবে তোমাদের পদপ্রাপ্তির নাশ হবে। তোমাদের বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। তোমরা এখানে এসেছ ভবিষ্যতে বিশ্বের ধন-ঐশ্বর্যের অর্থাত্ কোটি কোটি মুদ্রার মালিক হতে। অতএব, তোমাদের উচিত্ নয় কোনরকম ডার্টি অর্থাত্ হীন চিন্তাভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া। যদি কেউ কিছু চুরি করে তবে তার বিরুদ্ধে কেস দায়ের করা হয়। কয়েকজন হয়তো এর থেকে বেঁচেও যেতে পারে কিন্তু এখানে ধর্মরাজের থেকে কেউ বাঁচতে পারবেনা। পাপাত্মাদের অনেক শাস্তি ভোগ করতে হয়। এমন কেউ হবেনা যে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয় না। মায়া তোমাদের নীচে নামিয়ে দেয় এবং ক্রমাগত

চপেটাঘাত করতে থাকে । মনে মনে তোমাদের খারাপ বিচার উত্পন্ন হয়, "এখানে থাকতে পারবো কি পারবোনা ! সুতরাং এখান থেকে কিছু টাকা নিয়ে সরিয়ে রাখি !" এ হলো ঈশ্বরীয় দরবার যেখানে ধর্মরাজ হলেন রাইট হ্যান্ড । এইরকম মানুষের শাস্তি হয় শতগুণ বেশী । নতুন বাচ্চারা এইসব হয়তো কিছু জানেনা সেইজন্যে তোমাদের প্রতি বাবার সতর্কবাণী, *"বাচ্চারা তোমাদের অতি শুদ্ধ চিন্তন করা উচিত্"* । অনেক বাচ্চারা লেখে, "বাবা, তোমার নির্দেশ, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে আমাদের শুধু তোমাকে স্মরণ করতে হবে আর শ্রীমতের বিরুদ্ধে যেন কোনো কাজ আমরা না করি । কিন্তু বাবা, আমাদের কার্য-কর্মাদিতে অনেক কিছু করতেই হয় । তা নাহলে, জীবিকানির্বাহের জন্য আমরা কিভাবে উপায় করবো ? সমান্য টাকায় পরিবারের বহু সদস্যদের কিভাবে চলবে ! ক্ষুধানিবৃত্তি না হলে তারা মারা যাবে !" এইজন্য ব্যবসায়ীরা পরোপকারের জন্য কিছু সরিয়ে রাখে । তারা বিশ্বাস করে, দোষ পাপ যা কিছু তারা করেছে তার থেকে তাদের মুক্তি লাভ হবে আর তারা ন্যায়পরায়ণ আত্মা হয়ে যাবে । ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা খুব একটা পাপ হয়না কারণ তারা পাপ করতে ভয় পায় । এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের ব্যবসা ইত্যাদির জন্য কখনও মিথ্যা বলেনা; তাদের পণ্যমূল্যের দর ফিক্সড় রাখে । কোলকাতায় একজন বাসন বিক্রেতা ছিল, সব জিনিসের মূল্য ধার্য করে বোর্ডে লিখে দিয়েছিল এবং কোনরকম দরাদরি সে করত না । যাই হোক, অনেকে এমনও আছে যারা অনেক মিথ্যা বলে । এ হল জ্ঞানের পড়া । বাচ্চারা তোমরা তোমাদের ভবিষ্যত্ ২১ জন্মের জন্য পড়ছ । অতএব, বাবার কাছে তোমাদের সব বিষয়ে সত্য বলা উচিত্ । তোমরা ভেবোনা যে, ভগবান সবকিছু জানেনা । বাবা বলেন, তোমরা যদি পড়ো তবে উঁচু পদ লাভ করবে । তা নাহলে, তোমরা রসাতলে যাবে । "আমি তোমাদের দিকে তাকিয়ে বসে নেই , তোমরা কে কি পাপ করছ" ! যা কিছু তোমরা করছ তা' নিজেদের জন্য করছ । তোমরা তোমাদের পদ বিনষ্ট করছ । পাপ আত্মা এবং পবিত্র, পুণ্য আত্মাদের নাম উল্লিখিত হয় । বাবা এসে তোমাদের পবিত্র, পুণ্যাত্মা তৈরি করেন । সুতরাং, তোমাদের কোনরকম পাপ করা উচিত্ নয় । বাচ্চারা তাদের পাপের জন্য শতাধিক শাস্তি পাবে; তাদের বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে । এইরকম বিচার যেন না আসে যে, যা হবে পরে দেখে নেব, এখন তো করে নিই ! এইরকম বাচ্চা কোনো কাজের নয় । এই পুরানো দুনিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যেতে হবে । দেখেও না-দেখা করো । আমরা সবাই অ্যাক্টর এবং এই নাটক এখন শেষ হয়ে এসেছে । আমরা আমাদের ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ করেছি, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । তোমরা যত সার্ভিস করবে ততই উঁচু পদ লাভ করবে । প্রদর্শনী এবং মেলার মাধ্যমেও সার্ভিস হচ্ছে । যারা উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থী তাদের ভাবনা থাকে যে, তারা গিয়ে শুনবে, শিখবে অন্যান্যরা কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বোঝাচ্ছে । তারা ক্রমাগত ঘুরতে থাকে অন্যেরা কিভাবে বোঝাচ্ছে শোনার জন্য । এইভাবে অন্যদের থেকে শুনতে শুনতে তাদের বুদ্ধির তালা উন্মুক্ত হয় । অনেক বাচ্চারা লেখে যে, প্রদর্শনীতে অন্যদের শুনে তাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে । বাবা তাদের অনেক সহায়তা করেন । বাবা এইরকম অনেক সহায়তা করেন, কিন্তু কেউ কেউ সেটা বুঝতে পারেনা । তারা ভাবে যে তারা খুব ভালো বুঝিয়েছে । প্রকৃত বাচ্চারা বোঝে এর পেছনে বাবার অনেক সহায়তা আছে । প্রদর্শনীর সার্ভিস থেকে অনেক উন্নতি হতে পারে । তোমরা জ্ঞানসাগরের সন্তান । বাবার স্মরণে থাকলে তোমরা অনেক যোগবল লাভ করবে । যোগবলের মাধ্যমে তোমরা বিশ্বের বাদশাহী লাভ করো । শুধু স্মরণে রাখো, তোমাদের শ্রীমত্ অনুসরণ করে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে । কেবলমাত্র শ্রীমতে চলাতেই উপার্জন । এই দুনিয়ার কোন কিছু ব্যবহারযোগ্য নয় । সবকিছুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী । তোমরা জ্ঞান নক্ষত্র । তোমরা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করছ । স্বর্গের অধিবাসী হওয়ার জন্য তোমাদের এই সময়ে এখানেই সুযোগ্য তৈরি হতে হবে

। অবশ্যই তোমাদের হাড় পর্যন্ত যজ্ঞ সেবায় উত্সর্গ করতে হবে । এইরকম আত্মাদের কোনরকম লোভ থাকেনা । যাদের ভাগ্যে নেই তারা অনবরত ভুল কর্ম করতে থাকবে । এখানে তোমাদের সুখদাতা হতে হবে । বাবা বলেন, আমি এসে তোমাদের সুখদাতা বানাই । তোমরা অবশ্যই সেইরকম হও । এই ধরণের আত্মাদের মুখ থেকে কেবলই জ্ঞানরত্ন বেরোয় । আসুরিক কোনো কথা বলেন না । মিথ্যা বলার পরিবর্তে কিছু না বলা অধিক শ্রেয় । তোমাদের অনেক মধুর হয়ে মাতা পিতাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে । বাবার সম্পর্কে তারা লিখেছে যে, যারা সদগুরুর বদনাম করবে তারা টিকতে পারবেনা । তোমাদের মধ্যে কোনরকম তিক্ততা বা অপগুণ ইত্যাদি থাকা উচিত্ নয় । অনেকেই এমন আছে যারা কিছু না পেলে তাদের মানসিক অবস্থা অস্থির হয়ে ওঠে । যাই হোক, বাচ্চারা তোমাদের উচিত্ এইরকম পরিস্থিতিতে বাবার দেওয়া পেপার মনে করে শান্ত থাকা । আগে বড় বড় ঋষি-মুনিরা বলতেন আমরা ভগবানকে জানিনা । এখন যদি ঋষি-মুনিরা তাই বলেন, তবে একজনও কেউ বিশ্বাস করবেনা তাঁদের, মানুষ ভাববে, যদি কেউ নিজেই ভগবানকে না জানে তবে আমাদের কিভাবে পথ দেখাবে ? আজকাল অনেক মানুষ একে অন্যের গুরু হয়ে যায় । একজন হিন্দু নারীর স্বামী, তাকেও বলা হয় গুরু, ঈশ্বর । গুরু সদগতি দেবেন নাকি পতিত বানাবেন ! তোমরা এখন জেনেছ, যত সজনী আছে তাদের সবার গুরু এবং সাজন এক । তিনি মাতা, পিতা, বাপদাদা সবকিছু, সর্ব সম্বন্ধে তিনি । তবুও সেইসব মানুষ তাদের পতিকে এইসব আখ্যা দিয়ে দেয়, কিন্তু এখানে সেরকম হয়না । এখানে তোমরা আত্মারা, পরমপিতা পরমাত্মার কাছে পড়ছ । আত্মা অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হলেও তার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট লিপিবদ্ধ আছে । পরমাত্মাও অতি ক্ষুদ্রতম স্টার । সমগ্র পার্ট তাঁর মধ্যেও ভরা আছে । মানুষ সেই কারণে ভাবে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাঁর ইচ্ছেমতো তিনি সবকিছু করতে পারেন । যাই হোক, পরমপিতা পরমাত্মা বলেন, এটা সেইরকম নয় । ড্রামা অনুসারে আমারও পার্ট আছে ।

বাবা বোঝান, তোমরা সমস্ত আত্মারা পরস্পর ভাই । আত্মা নিজের ভাইয়ের শরীরকে কিভাবে মারবে ! আমরা সব আত্মারা, মেল ফিমেল যাই হই, বাবার থেকে বিশ্বের রাজ্যপাটের উত্তরাধিকার নিতে হবে । তোমাদের দেহ-অভিমানও পরিত্যাগ করতে হবে । শিববাবা কতো মিষ্টি-মধুর ! আর আমরা, তাঁর সন্তান, পরস্পর ভাই-ভাই । সুতরাং,আমাদের নিজেদের মধ্যে কখনওই লড়াই বা ঝগড়া করা উচিত্ নয় । তোমরা যদি দেহী-অভিমানী হও তোমরা কখনই লড়াই করবেনা । বাবা কি বলবেন ! বাবা কতো মিষ্টি আর বাচ্চারা লড়াই করছে ! বর্তমান সময়ে মানুষের আত্মা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই । আমরা আত্মারা পরমাত্মার সন্তান, আমাদের কি লড়াই করা উচিত্ ! মানুষ তো শুধু বলার জন্য এইরকম বলে, কিন্তু তোমরা তো প্র্যাকটিক্যাল-এ আছো ! বাবা বলেন, দেহ -অভিমান পরিত্যাগ করো । আমরা আত্মা, আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । তোমাদের নিশ্চয়ই করে এই খেয়াল রাখতে হবে । তোমাদের পুরো পুরুষার্থ করতে হবে । বাবার মতোন মিষ্টি আর প্রিয় হতে হবে, একমাত্র তখনই বাবা বলতে পারবেন "তোমরা আমার সুযোগ্য সন্তান ! কতো লাভলি হয়ে গেছ" ! বাবা অতি নিরহংকারী ! তিনি বলেন, আমিই তোমাদের বাবা, টিচার, সদগুরু । আমি তোমাদের সবকিছু । অর্ধকল্প তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর বলো, বাবা এসো ! ড্রামায় আমারও পার্ট আছে । আগেকার সময়ে ঘড়ি ইত্যাদি তো ছিল না , মানুষ তখন সময় জানার জন্য বালি-ঘড়ি দেখত । সায়েন্সের মাধ্যমে যা কিছু তৈরি হয়েছে তা' তোমাদের জন্য । সায়েন্টিস্টরা জ্ঞান নেবে না, তাদের পার্টই প্রজায় । মহল ইত্যাদি তো প্রজারা বানাবে, তাই না ! রাজা-রাণী শুধু অর্ডার দেবে । সায়েন্টিস্টরা কোথাও অদৃশ্য হবেনা, তারা বরং দিন-দিন আরও দক্ষ হবে । যাই হোক, চাঁদে যাওয়া

ইত্যাদি অতিশয়াদির লক্ষণ । সায়েন্স এখন দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । ওখানে তোমাদের যা থাকবে তা-ই সুখদায়ক হবে । এখনকার এইসব কিছু আর বেশীদিন থাকবে না । যখন তারা এর মধ্যে টু মাচ্ (too much) চলে যাবে অর্থাত্ মানুষ যখন অতি মাত্রায় সায়েন্সের সাধনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, প্রাকৃতিক সাধনের উর্ধ্বে গিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কারে মেতে উঠবে, তখনই সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে । যাই হোক, তোমরা সুখভোগ করবে । তোমরা 'মাম্মা- বাবা' বলছ যখন তোমাদের তো তবে তাঁদের ফলো করা উচিত্ । তোমাদের ওষ্ঠাধারে শুধুই জ্ঞানরত্নের বোল থাকা উচিত্ । মানুষ বলে পাথর গান গেয়েছিলো । আগে তোমরা পাথর বুদ্ধির ছিলে । বাবা এসে তোমাদের পাথরবুদ্ধিকে দৈবী বুদ্ধিতে পরিবর্তিত করছেন । এখন তোমরা গীতার গীত গাইছ । যাই হোক, পাথরবুদ্ধির মানুষ কোনও গান গায় না । গীতাই গান । তোমরা এখন গীতারই গান গাইছ । পরমপিতা পরমাত্মার বায়োগ্রাফি তোমরা এখন জেনেছ । ওই সমস্ত মানুষ এইসবের অর্থ কিছু বুঝতে পারেনা । রত্নের বদলে তারা একে অপরকে পাথর ছুড়ছে । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান থাকে ক্রম অনুসারে । একেকজনের মুখ থেকে হীরে, মোতি বেরোয় । এইজন্য তাঁদের নাম হয় 'নীলম পরী' (পোখরাজ), 'সবুজ পরী' (পান্না) ইত্যাদি । তোমরা এখন পাথর থেকে রত্নে পরিবর্তিত হচ্ছ । এখন তোমাদের কর্তব্য হলো, যারা এখানে আসে তাদের জিজ্ঞাসা করা - পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তাদের সম্পর্ক কি ? যতক্ষণ না তারা তোমাদের এই প্রশ্নের অ্যাক্যুরেট জবাব লিখে দিচ্ছে ততক্ষণ বাবার সাথে তাদের মিলন ব্যর্থ হয়ে যায় । সর্বাগ্রে, বাবাকে তাদের জানতে হবে আর তারপরে তারা জানবে ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীরা কার পৌত্র -পৌত্রী । লক্ষ্য অনেক উঁচুতে । ২১ জন্মের বাদশাহী দরিদ্রতমও কেউ নিতে পারে । বিশ্বের মালিক হওয়া খুব সহজ নয় ! শুধু শ্রীমতে চলতে হবে । বাচ্চারা তোমাদের কাছে ২১ জন্মের জন্য স্বয়ং ভগবান নিজেকে সমর্পণ করেন । তিনি বলেন, তোমরা বিশ্বের মালিক হও । নিশ্চয়ই বাচ্চাদের মুখ থেকে রত্ন বেরোবে আর তখন তারা যথার্থ মান-মর্যাদাসম্পন্ন এবং গুণসম্পন্ন হয়ে ভবিষ্যতে পূজনীয় দেবীদেবতা হবে । আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) মিষ্টি-মধুর হয়ে মাতাপিতাকে প্রকাশিত করো । যদি সামান্যতমও তিক্ততা থেকে যায় তা' দূরে সরিয়ে দিতে হবে । বাবার মতো মিষ্টি-মধুর আর লাভলি হতে হবে ।

২) যে কোনও কাজ শ্রীমতে করতে হবে । শ্রীমতেই প্রকৃত প্রাপ্তি ।

বরদানঃ- সঙ্গমযুগের মহত্বকে জেনে শ্রেষ্ঠ প্রারব্ধ অর্জনকারী তীব্র পুরুষার্থী ভব

সঙ্গমযুগ একটা ছোট যুগ, এই যুগেই বাবার সঙ্গ অনুভব হয় । সঙ্গমের সময় এবং এই জীবন উভয়ই হীরেতুল্য । তাই এমন মাহাত্ম্য জানার পরে বাবার সাথ ছেড়ো না । এক সেকেণ্ড চলে যাওয়া মানে শুধু এক সেকেণ্ড নয় আরও অনেক কিছু চলে যায় । এই যুগই হলো সেই সময় যখন সারা কল্পের শ্রেষ্ঠ প্রারব্ধ জমা করা যায়, যদি এই যুগের মাহাত্ম্যকেও স্মরণে রাখো তবে তীব্র পুরুষার্থ দ্বারা রাজ্য অধিকার লাভ করতে পারবে ।

শ্লোগানঃ- সকলকে স্নেহ আর সহযোগ দিয়ে বিশ্ব-সেবাধারী হতে হবে ।